



106526 - তারাবীর নামাযে দুর্বল, বয়োবৃদ্ধ ও এদের পরায়াভুক্ত অন্যদের অবস্থা বিবেচনায় রাখা

---

প্রশ্ন

তারাবীর নামাযে দুর্বল, বয়োবৃদ্ধ ও এদের পরায়াভুক্ত অন্যদের অবস্থা বিবেচনায় রাখা কি ইমাম সাহেবের কর্তব্য?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তারাবী কথিবা ফরয নামায সকল নামাযের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখা উচিত। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “তোমাদের কটে যখন লোকদের ইমামত করি তখন সবে যেনে হালকাভাবে নামায আদায় করে। কেননা তাদের মধ্যে রয়েছে দুর্বল, শিশু ও প্রয়োজনগ্রস্ত লোক।” তাই ইমাম মুক্তাদিরে অবস্থা বিবেচনায় রাখবে। রমযান মাসে কয়ামুল লাইল আদায়কালে এবং শেষে দশকে তাদের প্রতি কামলপ্রাণ হবে। মানুষ সবাই সমান নয়। মানুষের মধ্যে রয়েছে নানা শ্রণী। তাই ইমামের উচিত তাদের অবস্থা বিবেচনায় রাখা। তাদেরকে মসজিদে আসা ও নামাযে হাযরি থাকার উদ্বুদ্ধ করা। ইমাম যদি নামায দীর্ঘ করে তাহলে তাদের কষ্ট হবে, এটা তাদেরকে নামাযে হাযরি থাকতে নরিৎসাহতি করবে। তাই ইমামের উচিত তাদেরকে হাযরি হওয়ার প্রতি উৎসাহ দয়া, নামাযের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। এর জন্য নামায সংক্ষিপ্ত করে, দীর্ঘ না করে হলেও। কেননা যে নামাযের মধ্যে খুশু (আল্লাহর ভীতি) থাকে ও ইতমনিান (ধীরস্থিতি) থাকে সেটা অল্প হলেও এমন নামাযের চেয়ে উত্তম যে নামাযে খুশু থাকে না, বরিক্তি ও অলসতা এসে যায়।”[শাইখ বনি বাযরে ফতোয়াসমগ্র (১১/৩৩৬) থেকে সমাপ্ত]